দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃঃ ৫ কলাম ৬

নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়িতে বয়স্ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত

যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি জ্ঞান-গরিমায় তত উন্নত। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল ও সীমিত সম্পদের দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করিতেছে কর্মশক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে, সেখানে নিরক্ষরতা প্রধান সমস্যা। ১৩ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে প্রায় ৬ কোটি নিরক্ষর। শিক্ষাকে আজ সারা দুনিয়াতে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। ইহার একটি বড় কারণ হইল উন্নয়নকে এখন আর নিছক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। উন্নয়ন বলিতে বুঝানো হয় মানুষের অগ্রগতিকে। আর মানুষের অগ্রগতির বড় উপকরণ হইল শিক্ষা। মানুষ বর্তমানে সম্পদ হিসাবে পরিগণিত। আর দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া দক্ষ মানব উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটে নাই। সাক্ষরতার হারও বাড়ে নাই। বর্তমান সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ, যাহা গত ১০ বৎসর আগেও উল্লেখ করিবার মত ছিল না। সাম্প্রতিককালের বয়স্ক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচী এই সাফল্য আনিয়া দিয়াছে। ইহার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও মিলিয়াছে ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ সালে ইউনিস্কো যে ৪/৫টি দেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে, বাংলাদেশ তাহার অন্যতম। এই একবিংশ শতাব্দীতে সবার জন্য শিক্ষার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন লক্ষ্য নাই। নিরক্ষারতামুক্তির ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এদেশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ হইয়াছে অনেক পূর্ব হইতে। যতদূর জানা যায়, ১৯১৮ সালে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। তাহার পর বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম স্তিমিত হইয়া পড়ে। ১৯৫৬ সালে নূতন করিয়া আবার শুরু হয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'শিশুদের মনে শিক্ষার বীজ বপন করলে ফল পাওয়া যাবে পনের-বিশ বছর পর। আর বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার বীজ বপন করলে ফল পাওয়া যাবে আজই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার আগে বয়স্ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।' ডঃ শহীদুল্লাহ এই কথা বলিয়াছিলেন ১৯৩৭ সালে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইলও সত্য যে, আজও বয়স্ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয় নাই। ইহা সত্য যে, শিক্ষিত জাতিই উন্নত জাতি। শিক্ষিত সকলে যদি নিরক্ষরদের সাক্ষর করিয়া তুলিতে তৎপর হই এবং এই কার্যক্রম যদি সার্বক্ষণিক ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া মোটেই কঠিন নয়।

মুঃ মেসবাহউদ্দিন মাসুদ,
সাদ্দাম হোসেন হল,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ৭০০৩।